কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম
ব্রিফিং নোট
২০

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ' বৈশ্বিকভাবে গৃহীত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-এর জুনে নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনদের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষন এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায়, এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক সক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টাকে জোরদার করার লক্ষ্যে, এবং উন্নয়নের সুফল যাতে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পৌছায়, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১২০টির অধিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কোভিড অতিমারির দূর্যোগপূর্ণ সময়কালে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সক্রিয়ভাবে তার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংলাপ সম্পর্কে

বাংলাদেশের যুব সমাজ বিভিন্ন ধরণের আর্থ-সামাজিক বৈচিত্র্য সম্পন্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী। বিভিন্ন আলোচনায় দেশের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে যুব সমাজকেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, চলমান কোভিড-১৯ অতিমারির অভিঘাত সব থেকে বেশি পড়েছে যুব সমাজের ওপর, বিশেষত প্রান্তিক এবং পিছিয়ে পড়া যুব গোষ্ঠীর ওপরে যার মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব এবং প্রযুক্তিগত বৈষম্য যুব সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম দিচ্ছে। যুব সমাজের এই বিযুক্ততা সমাজে নানা সমস্যা ও অসংগতির জন্ম দিচ্ছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়ে যুবসমাজের বিযুক্ততাকে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা এখন সময়ের দাবী। এই প্রেক্ষিতে আর্ন্তজাতিক যুব দিবসকে সামনে রেখে ১১ আগষ্ট, ২০২১ তারিখে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম একটি ভার্চুয়াল সংলাপের আয়োজন করে। আলোচনার বিষয় ছিল, বাংলাদেশের 'বিযুক্ত' যুব সমাজ: কে, কেন এবং কীভাবে? সংলাপে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কমিউনিকেশন ফোকাল পয়েন্ট তারান্নুম জিনান। আলোচনার শুরুতে সংগীত পরিবেশন করেন টনি মাইকেল গোমেজ, পরিচালক, টেকনিক্যাল প্রোগাম (অ্যাডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন), ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। কবিতা আবৃত্তি করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর সংলাপ ও প্রচার বিভাগের যুগ্ম পরিচালক অভ্র ভট্টাচার্য। সংলাপ সঞ্চালনা করেন সিপিডি'র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান।

বাংলাদেশের 'বিযুক্ত' যুব সমাজ কে, কেন এবং কীভাবে?

প্রেক্ষাপট: চারটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান

আলোচনায় চারটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়। যথা- ১। 'বিযুক্ত যুব সমাজ' একটি অর্থবহ প্রত্যয় কি না? ২। বিযুক্ত যুব সমাজের অন্তর্ভুক্ত কারা এবং কেন? ৩। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা থেকে তরুণদের বিযুক্ত হওয়ার কারণসমূহ কী কী এবং ৪। গতানুগতিক যুবকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান ও নীতির পাশাপাশি এই বিযুক্ত যুবসমাজের সমস্যার নিরীখে অর্থবহ ও কার্যকর সমাধান কী হতে পারে? প্যানেল আলোচকদের কাছে সঞ্চালক এই চারটি বিষয়ে মতামত চান।

নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ও সিপিডি'র সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে উল্লেখিত চারটি বিষয় ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, আলোচনা এগিয়ে নিতে ৪টি প্রশ্ন সামনে আনা হয়েছে। প্রথমত- বিযুক্ত যুব সমাজ প্রত্যয়টি কি কোনো কার্যকরী ধারণা? একে অবলম্বন করে আমরা বাংলাদেশের যুবসমাজকে বোঝার নতুন কোনো আঙ্গিক খুঁজে পাই কি না? দ্বিতীয়ত, এমন কী দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য আছে যা দেখে বিযুক্ত যুবদের চিহ্নিত করা যেতে পারে? যেমন, একটি বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষায়ও নেই, কর্মসংস্থানেও নেই কিংবা কোনো প্রশিক্ষণেও নেই। তাদেরকে শ্রমশক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিযুক্ত বলতে পারি কি না? তৃতীয়ত, বিযুক্ত যুব সমাজের ধারণা বা বৈশিষ্ট্যসমূহ সৃষ্টির অন্তর্নিহিত কারণগুলো কী কী? এবং চতুর্থত, এর সমাধানের জন্য কোন্ কোন্ পথ রয়েছে? বিযুক্ত যুবদের সমস্যার সমাধান করতে পারলে বিযুক্ত যুব সমাজকে বাংলাদেশের উন্নয়নের সাথে কার্যকরভাবে যুক্ত করা যাবে; দুশ্চিন্তা কাটিয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে।

যুব দিবসের ভাবনা

জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ২০১০ সালের ১২ আগষ্ট আর্ন্তজাতিক যুব দিবস প্রবর্তন করা হয়। ২০২১ সালে যুব দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল: 'খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তর: মানুষের জন্য যুব উদ্ভাবন'। প্রারম্ভিক বক্তব্যে ইউএনডিপি বাংলাদেশ-এর আবাসিক প্রতিনিধি সুদীপ্ত মুখার্জি এই বছরের যুব দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এবারের যুব দিবসের বিষয়বস্তু হলো মানব উন্নয়নে খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তর। টেকসই খাদ্য ব্যবস্থার দিকে তখনই রূপান্তর ঘটতে পারে যখন যুবদের উদ্ভাবন এবং স্পৃহাকে কাজে লাগানো যাবে। সুদীপ্ত মুখার্জি জীববৈচিত্র্য নষ্ট এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে ক্ষয়ক্ষতির কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি জানান, বনাঞ্চল ক্ষয়ের ৮০ শতাংশ এবং গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের ২৯ শতাংশের কারণ বিশ্বের বর্তমানে প্রচলিত খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা। কৃষিখাত বিশ্বের ৩৪ শতাংশ ভূমি ব্যবহার করছে এবং পরিস্কার পানির ৭০ শতাংশ ব্যবহার করছে। জীববৈচিত্র্যের যে ক্ষতি হচ্ছে তার ৬৮ শতাংশ হচ্ছে কৃষি উৎপাদনের কারণে। মাছের ৩৪ শতাংশ মজুদ জীববৈচিত্র্যের বিবেচনায় টেকসই নয়। অন্যদিকে উৎপাদিত খাদ্যের এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়, যার কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। আবার ৭০ কোটি মানুষ প্রতিদিন অভুক্ত থাকছে। বর্তমান খাদ্য ব্যবস্থার কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে বছরে ১২ ট্রিলিয়ন ডলার। ২০২৫ সাল নাগাদ এটি ১৬ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা বিশ্বের সব মানুষকে করোনাভাইরাসের টিকা দেওয়ার খরচের চেয়েও অনেক বেশি। তিনি মনে করেন, মানুষের জীবনাচরণকে টেকসই পৃথিবীর দিকে নিয়ে যেতে হবে। টেকসই ভোগ ও উৎপাদন সম্পর্কিত এসডিজি-১২ এর লক্ষ্য অর্জনে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে যুবদের উদ্ভাবন ও উদ্যোগকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি মনে করেন, যুবরাই পারে একটি স্বাস্থ্যসম্মত পৃথিবী উপহার দিতে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যতের চিন্তা অবশ্যই যুব সমাজকে কেন্দ্র করেই হতে হবে। যুব সমাজের সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন, যুবদের বয়সসীমা ২৪ বছর, আবার কেউ বলেন ৩৫ বছর। সরকারের যুব নীতি এবং শ্রম শক্তি জরিপে এই পার্থক্য রয়েছে। দেশে এই মুহূর্তে ২৫ বছরের একটি সময়সীমা ধরে টিকা দেওয়া হচ্ছে। যদি ২৫ বছরকে যুবদের বয়সসীমা ধরা হয়, তাহলে এর নিচে আছে প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষ। বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এরাই নেতৃত্ব দেবে।

বিযুক্ত কারা এবং কেন

আলোচকরা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যুব সমাজের বিযুক্ততা বা বিচ্ছিন্নতা নিয়ে মতামত তুলে ধরেন। কেউ কেউ মনে করেন, যারা পিছিয়ে আছেন কিংবা যারা সুবিধাবঞ্চিত, তারাই বিযুক্ত। চাকরিতে নেই বলে তারা বিযুক্ত, থাকলেও শোভন কাজের মধ্যে নেই। সেখানেও এক ধরণের বিচ্ছিন্নতা বিরাজমান। আবার অনেকেই বলেন, কেউ আসলে পিছিয়ে থাকছে না, যুবদের একটি অংশকে রাষ্ট্র, সমাজ বা সম্প্রদায় পিছিয়ে দিচ্ছে। আলোচকদের মধ্যে কেউ কেউ শ্রেণী বৈষম্যের প্রসঙ্গ তোলেন। কেউ কেউ আবার মনস্তাত্ত্বিক কারণও উল্লেখ করেন। কেউ কেউ বলেন, সমাজ যুবদের যেভাবে চিত্রায়ন করে তার কারণেও বিযুক্ততা বাড়ছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেন, যুব সমাজের উদ্ভাবনী শক্তি আছে। তাদের একটি অংশ আন্তর্জাতিকভাবে মেধা ও উৎকর্ষতা দিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকছে। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অবদান রাখছে। বিভিন্নভাবে উদ্দীপনা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আলাদা অবস্থান করে নিচ্ছে। একইভাবে যুব সমাজের একটি বড় অংশের শক্তি, দেশ ও জাতির জন্য সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। তারা স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দেবপ্রিয় মনে করেন, আর্থিক স্বচ্ছলতা বা শিক্ষা থাকলেও যুবরা বিযুক্ত হতে পারে। তিনি এর উদহারণ দিয়ে বলেন, যে ছেলেটি উচ্চ শিক্ষা পেয়েছে, স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে; সে নীরবে-নিভৃতে রাত্রিবেলা উগ্র চিন্তার জগতে ঢুকে পড়ছে। এখানে শিক্ষার বা আর্থিক সামর্থ্যের অভাব দিয়ে এই বিযুক্ততাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

সুদীপ্ত মুখার্জি বলেন, এসডিজির মূল লক্ষ্য হলো কাউকে পিছিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু অনেক তরুণ কোনো উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত নন, যা এজেন্ডা-২০৩০ অর্জনে অন্যতম বাধা। তিনি মনে করেন, বিযুক্ততার ধরণ ও মাত্রা নির্ভর করে ভৌগলিক অবস্থান, আয় ও শিক্ষা, শারীরিক চ্যালেঞ্জ, নাগরিক পরিচয় ইত্যাদির ওপর। তিনি যোগ করেন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ৮০ লাখ যুবক পড়াশোনা, কর্মসংস্থান কিংবা প্রশিক্ষণে নেই। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর এক সমীক্ষা অনুসারে প্রায় ৪০ শতাংশ যুবক এই শ্রেণীতে পড়ে। মেয়েদের মধ্যে এই হার ৬২ শতাংশ এবং ছেলেদের মধ্যে ১৪ শতাংশ। সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে, এই ধরণের যুবদের হার ৩০ শতাংশ—মেয়েদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ এবং ছেলেদের মধ্যে ১০ শতাংশ।

সংলাপের আলোচক ও উন্নয়ন অর্থনীতি বিষয়ক গবেষক মাহা মির্জা মনে করেন, তরুণদের নিয়ে ভাবনা অনেকটাই গার্মেন্টস, রেমিট্যান্স এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। এর বাইরে এদেশে বিশাল সংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠী রয়েছে যারা নানা ধরণের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। তারা পরিকল্পনা বা চিন্তাভাবনার বাইরেই থেকে যায়। যে কারণে তারা দেশের বাজেটের বাইরেও থেকে যাচ্ছে। সম্ভাবনাময় তরুণ হিসেবে তাদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে না। কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপনে, মূলধারার গণমাধ্যমে কিংবা সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিতে তরুণ বলতে হাসিখুশি চেহারার একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের উদহারণ তুলে ধরা হয়। একজন লুঙ্গি পরা ছেলে যিনি বাবুবাজারে মাছ কাটার কাজ করছেন কিংবা ঢাকায় কোনো বাসের কন্ডাক্টরের কাজ করছেন, তাদেরকে তরুণ হিসেবে ভাবতে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের কষ্ট হয়। ঢাকা শহরের কয়েক লাখ গৃহকর্মী আছে, তাদের বেশিরভাগই তরুণ; তাদেরকে যুব সমাজ হিসেবে ভাবতে তাদের অস্বস্তি হয়।

আলোচনায় ট্রান্সজেন্ডার অধিকার কর্মী ও বৈশাখী টেলিভিশন-এর সংবাদ পাঠিকা তাসনুভা আনান শিশির ট্রান্সজেন্ডারদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন, কেউ আসলে পিছিয়ে পড়ছে না, তাদেরকে পিছিয়ে রাখা হচ্ছে। ট্রান্সজেন্ডারদের পিছিয়ে থাকার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য কোনো আইন নেই। কোনো যথাযথ সংজ্ঞা নেই। যেহেতু আইন নেই সেহেতু ট্রান্সজেন্ডার কারা? তাদের অভিভাবক কারা হবেন? তাদের অধিকার ও কর্তব্য কি? রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য স্বীকারের জায়গা কোথায়? এবং তাদের প্রতিই বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব কী? -এসব বিষয় সুনির্দিষ্ট কোন আলোচনা হয় না।

ফিজিক্যালি-চ্যালেঞ্জড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (পিডিএফ)-এর প্রতিবন্ধী অধিকার কর্মী যোশীয় চাংমা চিবল আলোচনায় প্রতিবন্ধী এবং আদিবাসী যুবকদের বিযুক্ততার বিভিন্ন কারণ তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন, ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধিতা নিয়ে সমাজে সঠিক ধারণার অভাব রয়েছে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ক্ষেত্রেই বৈষম্যমূলক, যা তাদেরকে বিযুক্ত করে রাখছে। তিনি এক্ষেত্রে কিছু উদাহরণ তুলে ধরেন। যেমন, সম্প্রতি একটি টিভি চ্যানেলের ঈদের নাটকে প্রতিবন্ধী শিশুকে বলা হয়েছে তার বাবা-মায়ের পাপের ফসল। প্রবাদ-প্রবচন কিংবা বাগধারার মধ্যে প্রতিবন্ধীদের হেয় করা হয়েছে। যেমন- অন্ধের যষ্ঠী, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো, ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া ইত্যাদি। তার মতে, এই ধরণের শব্দের ব্যবহার পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। ফেসবুকসহ সামাজিক মাধ্যমে মতামত অংশে প্রায়শই দেখা যায়, কাউকে কটাক্ষ কিংবা হেয় করতে 'অটিষ্টিক বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধিতাকে এখনও মানব বৈচিত্র্যের অংশ হিসেবে সমাজ নিতে পারেনি, যা তাদের বিযুক্ত থাকার অন্যতম কারণ।

সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল ধারা থেকে পিছিয়ে পড়া এবং দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমাজের মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত না থাকা যুবরাই বিযুক্ত বলে মনে করেন ইয়ুথ এনগেজমেন্ট ফর সাস্টেনিবিলিটি (ইয়েস), বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক শামীম আহমেদ। বিগত কয়েক বছর ধরে চলা পরিস্থিতির সঙ্গে সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে যুবদের একটি অংশের চাকুরিচ্যুতি, অসংগঠিত যুব জনগোষ্ঠীকে সঠিকভাবে

সংগঠিত করতে না পারা এবং পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না করতে পারার কারণে যুব সমাজের একটি বড় অংশ ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ছে।

সংলাপের আলোচক, চা শ্রমিক অধিকার কর্মী এবং জাগরণ যুব ফোরাম-এর সভাপতি মোহন রবি দাস জানান, চা-বাগানের শ্রমের সাথে প্রায় ১৫ লাখের মতো মানুষ সম্পৃক্ত। চা শ্রমিকদের বর্তমান মজুরি দৈনিক মাত্র ১২০ টাকা। এই ১৫ লাখ মানুষ নিজ ভূমে পরবাসী। বাংলাদেশে তাদের কোনো ভূমি অধিকার নেই। ৯৪টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী এখানে আছে। চা বাগানে স্কুল-কলেজ নেই। খুব সুপরিকল্পিতভাবে এখানকার মানুষকে শিক্ষা থেকে বিযুক্ত করে রাখা হয়েছে। চা শ্রমিকরা শিক্ষিত হলে মালিকরা শ্রমিক পাবেন না—এই শংকা থেকে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় না। তিনি বলেন, চা-বাগানকেন্দ্রিক যুবরা সমাজের মূল ধারা থেকে বিভিন্ন কারণে বিযুক্ত। চা-বাগানে কোনো ইন্টারনেট সুবিধা নেই, মোবাইল ফোনের যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। মানুষের টেলিভিশন এবং ব্যাটারি কেনার সামর্থ্য নেই। এই কারণে বর্তমানে দেশ এবং বিশ্ব কোন্ দিকে যাচ্ছে, চা-বাগানের মানুষরা সেটা জানতে পারেন না।

বিযুক্ততা কী কোনো কার্যকরী ধারণা?

'বিযুক্ততা' একটি কার্যকরী ধারণা কী না তা নিয়ে আলোচকরা মতামত দেন। বিযুক্ততার ধারণাকে কেউ কেউ পিছিয়ে পড়ার সমধর্মী মনে করেন। আবার অনেকে মনে করেন, যুবরা কেউ আসলে বিযুক্ত নন। তারা কোনো না কোনো ভাবে সংযুক্ত।

এ প্রসঙ্গে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাদেশের যুব সমাজকে বোঝা ও জানার জন্য বর্তমানে যে বিশ্লেষণী কাঠামো রয়েছে, তা এই মুহূর্তে যথোপযুক্ত বা যথেষ্ঠ বলে মনে হয় না। বিশ্লেষণী কাঠামোতে জীবনচক্র, বয়স এবং কর্মসংস্থানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রত্যয়ের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তা স্বত্বেও যুব সমাজকে ঠিকমতো বুঝে ওঠার বিষয়ে সমস্যা ও অসম্পূর্নতা থেকে যায়। এরকম একটি প্রেক্ষাপটে 'বিযুক্ত' ধারণাটা নিয়েই এ আলোচনা। যারা বামপন্থী চিন্তার মানুষ এবং মার্কসীয় সমাজতন্ত্র পড়েছেন এবং উদারনৈতিক চিন্তাভাবনার মধ্যে রয়েছেন তারা ভালো করে জানেন, গ্রামসিয়ান তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে উত্তর আধুনিকতাবাদ চিন্তার মধ্যে বিযুক্ততার ধারণাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। দার্শনিকরা বিযুক্ততার ধারণার ওপর বহুদিন ধরে আলোচনা করছেন। যারা মনস্তাত্ত্বিক জগত নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, তারা একে গুরুত্বের সাথে দেখেন। অর্থনীতিবিদদের মধ্যেও এই ধারণা নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন, বিযুক্ততার ধারণাকে বিকশিত করতে হবে। অনেকেই বিযুক্ত যুব সমাজ এবং পিছিয়ে পড়া যুব সমাজকে এক করে দেখছেন। এই দুটো সমধর্মী হলেও এক নয়। সব পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিই যে বিযুক্ত এবং সব বিযুক্তরাই যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী—তিনি তা মনে করেন না।

আলোচনায় অংশ নিয়ে কেউ কেউ বলেন, যারা বিযুক্ত তারাও আবার নিজেদের মধ্যে সংযুক্ত। অনেকে বলেন, বিযুক্তরা মূলধারার মধ্যে নেই। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ বিষয়ে প্রশ্নের অবতারণা করেন এভাবে যে, বিযুক্ত ব্যক্তিরাই যদি সংখ্যায় বেশি হয়ে যায় তাহলে মূলধারা কি? নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন, ভারতের স্বনামধন্য পলিসি অ্যাকটিভিষ্ট ইলা ভাট-এর সঙ্গে ২০ থেকে ২৫ বছর আগে এক আলোচনায় তিনি বলেছিলেন, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে মূল ধারায় নিয়ে আসতে হবে। ইলা ভাট প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছিলেন, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতই তো মূলধারা। বিযুক্ততার ধারণাকে যে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজন তা বোঝাতে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গ আনেন এবং বলেন যে, ধারণাটা নিয়ে আমাদের আরও চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে।

এই বিষয়ে সুদীপ্ত মুখার্জি বলেন, বিযুক্ত প্রত্যয়কে চিহ্নিত করা, কারা বিযুক্ত এবং তারা কোথায় আছেন, বিযুক্ততার মাত্রা ও ধরণ কেমন এবং তারা কীভাবে যুক্ত হতে পারে তা নিয়ে সমীক্ষা হতে পারে।

যুবরা বিযুক্ত নন বলে মনে করেন জিমি আমির, প্রজেক্ট ম্যানেজার, ইএসডিজি৪বিডি, বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন)। তার মতে, সবাই কোনো না কোনোভাবে সংযুক্ত। কেউ একেবারেই বিচ্ছিন্ন নন। হয়ত কর্মসংস্থানে নেই কিংবা পড়াশোনা করছে না, কিন্তু তারা সবাই কোনো না কোনোভাবে যুক্ত আছেন। সুতরাং একেবারেই বিচ্ছিন্ন বা বিযুক্ত কেউই নন।

মাহা মির্জা মনে করেন, তরুণদের মধ্যে নানা শ্রেণী, পেশা, অঞ্চল, এবং নানা ধরণের আর্থ-সামাজিক পটভূমির অসংখ্য মানুষ আছে যাদেরকে একই গোত্রে ফেলা যাবে না। ৩০ বছর বয়সী একজন পোশাক শিল্প মালিকের এবং একই বয়সের একজন পোশাক শিল্প শ্রমিকের জীবন এক নয়। তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের জায়গা এক নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ভীষণ রকমের সাংঘর্ষিক। যিনি বুয়েটে পড়ছেন এবং দেশের বাইরে ক্যারিয়ার করছেন, তিনি যেমন একজন সম্ভাবনাময় তরুণ, আবার যিনি গ্রাম থেকে এসে ঢাকা বা গাজীপুরে পোশাক কারখানায় কাজ করছেন, হোটেলের বয় হিসেবে কাজ করছেন, কিংবা সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কাজ করছেন, তিনিও একজন সম্ভাবনাময় তরুণ।

তাসনুভা আনান শিশির মনে করেন, যুবদের বিযুক্ততা নিয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায় সম্পর্কে মানুষের কোনো সচেতনতা নেই। কোনো পড়াশোনা নেই, জানাশোনা নেই। তাদেরকে কেউ প্রতিবন্ধী বলছে, কেউ তৃতীয় লিঙ্গ বলছে আবার কেউ হিজড়া বলছে। যারা শিক্ষিত তারাও এভাবে ভাবছেন।

বিযুক্ততার কারণ: তরুণরা নানামূখী সংকটের স্বীকার

আলোচকরা যুবদের বিযুক্ততা, বিচ্ছিন্নতা কিংবা পিছিয়ে পড়ার নানা কারণ উপস্থাপন করেন। অনেকে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করেন।

সুদীপ্ত মুখার্জি এ প্রসঙ্গে বলেন, বাংলাদেশে বছরে প্রায় ২০ লাখ যুব জনগোষ্ঠী প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে রূপান্তরিত হয়। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই রুপান্তরকালীন সময়ে অনেকেই নিজেদেরকে ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তোলার যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে না।

মাহা মির্জা মনে করেন, বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় সংখ্যাগরিষ্ট তরুণদের পক্ষে স্নাতক পাস করে বের হয়ে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই, আনুষ্ঠানিক খাতে মোটামুটি একটি মানসম্মত চাকরি যোগাড় করাও অসম্ভব এমনকি ৫-জি ইন্টারনেট ব্যবহার করে সফল উদ্যোক্তা হওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম। সেকারণেই দেখা যায়, ফায়ার সার্ভিসের সাধারণ একটি পদের জন্য ২০ থেকে ৩০ হাজার মানুষ আবেদন করে। সরকারি একটি ঝাড়ুদার পদের জন্য হাজার হাজার আবেদন জমা পড়ে। তিনি বলেন, প্রতিবছর ২২ লাখ তরুণ স্নাতক পাস করে বের হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পাস করে বের হওয়ার বাইরেও বিশাল সংখ্যক তরুণ আছে, যারা স্কুল-কলেজ থেকে ঝরে পড়ছে। তারা কোনো না কোনো অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে গেছে। তারা রাষ্ট্রের আগ্রহের মধ্যে নেই, পরিকল্পনার মধ্যে নেই। কীভাবে সামাজিক অর্থনীতির চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে তাদের জন্য মানসম্মত কর্মসংস্থান তৈরি করা যায় সেই ধরণের কোনো পরিকল্পনাও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেখা যায় না।

মাহা মির্জা আরও যোগ করেন, গত বছর ৩০০ পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে এবং লাখ খানেক শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। এই শ্রমিকদের একটি বড় অংশের বয়স ৩০ বছরের নিচে। যারা কাজ হারিয়েছেন, তারা কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কী করছেন—এ খবর কেউ রাখে না। কাজ হারানো শ্রমিকদের নিয়ে সরকারের কোনো মাথাব্যাথা নেই। মহামারির মধ্যেও যেসব তরুণ কাজ হারিয়েছেন তাদের জন্য কোনো সামাজিক সুরক্ষা কিংবা

ভবিষ্যতে তাদের জন্য পুঁজির ব্যবস্থা করে দেওয়ার কোনো কর্মসূচি দেখা যায় না। শিল্পপতিদের জন্য অনেক বড় বড় প্রণোদনা প্যাকেজ রয়েছে। কিন্তু পুঁজি হারিয়ে নিঃস্ব হওয়া তরুণদের জন্য কোনো প্রণোদনা নেই।

তাসনুভা আনান শিশির ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটির বিভিন্ন সংকটের কথা তুলে ধরতে যেয়ে বলেন, সমাজ ট্রান্সজেন্ডারদের প্রতি এক ধরণের রায় দিয়ে বসে আছে। মানুষ তাদেরকে ভয় করে। সমাজ তাদেরকে স্বীকৃতি দেয় না। সমাজের স্বীকৃতির বিষয়ে কোনো ঘোষণাও নেই। অনেকে ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের সংকট সমাধানের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেন। কিন্তু এই জনগোষ্ঠীর অগ্রাধিকারের জায়গা কোথায় এবং তাদের ওপর কতটুকু ইতিবাচক প্রভাব পড়বে, সেই জায়গায় মনোযোগের অভাব রয়েছে।

যোশীয় সাংমা চিবল প্রতিবন্ধীদের সংকট প্রসঙ্গে বলেন, সমাজে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা হয়। প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে যেসব ধারণা পোষণ করা হয়, সেগুলো একটি বড় বাধা। তাদের অভিভাবকদের শিক্ষা দেওয়ার দিকে উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্তে টাকা সঞ্চয় করার পরামর্শ দেওয়া হয়। তিনি জানান, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের কারিকুলাম অনুযায়ী বোর্ডের পরীক্ষায় পাস করতে হয় এবং জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতির মতো বিষয়গুলো শেখানোর ক্ষেত্রে তাদের প্রতি যথেষ্ঠ মনোযোগ দেওয়া হয় না।

শামীম আহমেদ জানান, ইয়েস বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ১৬টি বিশেষ অঞ্চলে সমাজ সেবামূলক কর্মকান্ডে জড়িত ৬৭৪টি যুব নাট্যদল এবং ক্লাবের তালিকা করা হয়েছিল। কিন্তু এই বছরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, এর অধিকাংশই এখন আর সমাজ সেবামূলক কর্মকান্ডে নেই। এর মূল কারণ হিসেবে জানা গেছে, তারা সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পায় না। স্থানীয়ভাবে তাদেরকে কোনো উৎসাহ দেওয়া হয় না, স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। ফলে তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে।

চা শ্রমিকদের সংকট তুলে ধরতে যেয়ে মোহন রবি দাস বলেন, চা কোম্পানিগুলো রমরমা ব্যবসা করছে। কিন্তু কেউ সেখানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তারা সহযোগিতা করে না। এমন একটা ব্যবস্থা এখানে চালু রয়েছে যে, মনে হয় একটি রাষ্ট্রের মধ্যে আরেকটি রাষ্ট্র, চা শ্রমিকরা ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। তিনি মনে করেন, যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে চা শ্রমিকরা নিজের অধিকারের কথা বলতে পারে না। কারণ, এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, গবেষক কিংবা কোনো সংগঠক নেই। তাদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও ভূমির অধিকার নিয়ে সরকার এবং চা কোম্পানির কোনো মাথাব্যাথা নেই।

অতিমারির বৈরী প্রভাব

আলোচকরা জানান, অতিমারি যুবদের বিচ্ছিন্নতা কিংবা বিযুক্ততাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুদীপ্ত মুখার্জি বলেন, কোভিড পরিস্থিতিতে শিক্ষা গ্রহনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ডিজিটাল বৈষম্য বেড়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন সংযুক্ত হওয়া মানেই বিযুক্ততা থেকে বের হওয়া নয়। ডিজিটাল সংযোগ বৃদ্ধির সাথে মানবিক সংযোগ কমে যাচ্ছে কি না তিনি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ঐতিহাসিকভাবে যে বিচ্ছিন্নতা এবং বিপন্নতা ছিল, অতিমারি তাকে আরও বেশি প্রকট করে তুলেছে, পার্থক্য বাড়িয়েছে। এর সাথে বেড়েছে বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম ও নারী নির্যাতন।

শামীম আহমেদ জানান, ইয়েস বাংলাদেশের এক জরিপে দেখা গেছে, যারা স্ব উদ্যোগে ব্যবসা বা কোনো আইডিয়া নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, তারা মহামারির কারণে এই ধরণের উদ্যোগ এগিয়ে নিতে পারেননি। এর ফলে যুব সমাজ মূলধারার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করা গেলে বিভিন্ন এলাকার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবকদের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না।

মোহন রবি দাস বলেন, সারাদেশে যখন লকডাউন ছিল তখন চা শ্রমিকদের কাজ করতে হয়েছে। চা কারখানা চালু ছিল। কোভিড পরিস্থিতিতে চা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এমনকি দুই টাকা দামের একটা মাস্কও শ্রমিকদের দেওয়া হয়নি। অথচ চা কোম্পানিগুলো এই কোভিড সময়ে তাদের লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও দেড় কোটি কেজি বেশি উৎপাদন করেছে। সেই সুবাদে তারা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ অন্তত নিতে পারত।

উন্মুক্ত আলোচনা

উন্মুক্ত আলোচনায় ওয়ার্ল্ড ভিশন-এর অ্যাডভোকেসি কো-অর্ডিনেটর তানজিমুল ইসলাম বলেন, যুব সম্প্রদায়কে তাদের দাবি ও চাহিদা রাষ্ট্রের কাছে তুলে ধরতে হবে। তাহলে রাষ্ট্রের জন্য পদক্ষেপ নিতে সুবিধা হবে।

বরগুনা থেকে বাংলাদেশ দলিত বঞ্চিত অধিকার আন্দোলন কর্মী তামান্না সিং বাড়ই বলেন, বাংলাদেশে প্রায় ৬৫ লাখ দলিত জনগোষ্ঠী রয়েছে। এর একটি বড় অংশ হচ্ছে যুব সমাজ। করোনার কারণে তাদের জাতিগত ও পেশাগত বৈষম্য বেড়ে গেছে। তাদের শিক্ষার হার অনেক কম। করোনার কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকিও বেড়েছে। অনেকে করোনাভাইরাস সম্পর্কে জানে না। কোয়ারেন্টাইন, রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাকসিন-এসব বিষয় নিয়ে তাদের কোনো জানাশোনা নেই। তারা বিচ্ছিন্ন। তাদের সচেতন করতে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ দরকার।

সুনামগঞ্জ থেকে পরিবেশ ও হাওর উন্নয়ন কর্মী কাসমির রেজা বলেন, হাওর অঞ্চলের যুবকরা বিযুক্ত। তারা মূল স্রোতের সাথে মিশতে পারছেন না। হাওর অঞ্চল ছয় মাস বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে থাকে। এ সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়। প্রাণহানিও ঘটছে প্রতি বছর। অনেকে জীবনের ঝুঁকির কারণে নিয়ে স্কুল-কলেজে যায় না। তারা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ দুরবস্থার অবসানে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় নৌকার ব্যবস্থা করতে হবে।

সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশন (ইপসা)-এর থেকে আরিফুর রহমান বলেন, এবার আন্তর্জাতিক যুব দিবসের ফোকাস হলো খাদ্য ব্যবস্থা। আধুনিকতার এবং করপোরেট বিজ্ঞাপনের প্রভাবে ও শহরের যুবকদের অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাসের কারণে অনেক ধরণের সমস্যা তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে গ্রামের যুবকরা পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছে না। উভয় ক্ষেত্রেই খাদ্য ব্যবস্থার সংকট রয়েছে।

বান্দরবান থেকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কারিতাস-এর কর্মী কনিকা ত্রিপুরা বলেন, আদিবাসী যুবদের নেতৃত্বে আসার প্রচন্ড আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু তাদের জন্য সেই পরিবেশ নেই। বেশিরভাগই উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়ে। তারা পাহাড়ের দুর্গম এলাকাতেই থেকে যায় এবং যেটুকু পড়াশোনা করেছে তা আর কাজে লাগাতে পারে না। এসব যুবদের জন্যও কিছু করা প্রয়োজন।

নীলফামারী থেকে শিশু ফোরাম-এর কর্মী এলএইচ লিংকন বলেন, করোনার সময়ে মেয়ে শিশুরা স্কুলে যেতে পারছে না। পরিবার থেকে তাদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। স্কুল বন্ধের কারণে ছেলেরা ভিডিও গেমে আসক্ত হচ্ছে, আড্ডাবাজিতে লিপ্ত হচ্ছে, নেশায় আসক্ত হচ্ছে। বরিশাল ক্যাথলিক চার্চের অধীন একটি যুব সংগঠন ক্যাথলিক ইয়ুথ সার্কেল অব বরিশাল-এর প্রতিনিধি অ্যান্থনি সরকার মনে করেন, স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যেসব যুবক কাজ করছেন, অন্য যুবকদের এগিয়ে নিয়ে যেতে তাদের আরো সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। আদিবাসীদের নিয়ে কাজ করেন সাঁওতাল যুবক খোকন মুর্মু। তিনি আদিবাসী যুবকদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ঋণ সহায়তাসহ অন্যান্য সহায়তার দাবী করেন। তিনি বলেন, যুব উন্নয়ন নীতিমালায় আদিবাসী যুবদের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

ঠাকুরগাঁওয়ের ইকো-সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে মমতা নামে একজন আদিবাসী তরুণী তার এলাকায় নারী শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিকুলতার কথা তুলে ধরেন। কেয়ার বাংলাদেশের একজন আঞ্চলিক কর্মী শুভ, অঞ্চলভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের সুপারিশ করেন।

সমাধান কোন্ পথে

আলোচকরা তরুণদের বিযুক্ততা, বিচ্ছিন্নতা কিংবা পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন। তারা মনে করেন, বিযুক্ত যুব সমাজকে কাজে লাগাতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক পরিবেশ এবং অংশীদারিত্বমূলক সমাজ জীবন গড়ে তুলতে হবে। সুদীপ্ত মুখার্জি মনে করেন, শিক্ষার্থীদের কারিকুলামে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। ইন্টারনেটে সংযুক্ততা বাড়াতে হবে। ভাল মানের উপাত্ত দরকার, কারা পিছিয়ে আছে এবং কেন পিছিয়ে আছে। যখন যথাযথ উপাত্ত পাওয়া যাবে তখন কার্যকর নীতি ও কর্মসূচি হাতে নেওয়া যাবে।

তিনি আরও বলেন, দক্ষতার ঘাটতি চিহ্নিত করতে হবে। অতিমারির কারণে এই ঘাটতি আরও বেড়েছে বলে ধারণা করা যায়। দক্ষতার ঘাটতি দূর হলে তারা উৎপাদনমুখী কাজে যোগ দিতে পারবে এবং একটি সম্মানজনক জীবন পরিচালিত করতে পারবে। তরুণদের নতুন উদ্যোগে উৎসাহিত করতে তাদের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য থাকতে হবে, উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা থাকতে হবে। স্বল্প সুদে অর্থায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তরুণদের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে আনতে সরকার, বেসরকারি খাত, গবেষণা সংস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এতে করে সবার জন্য নানামুখী অর্থনৈতিক সুবিধা সৃষ্টি হবে।

শামীম আহমেদ মনে করেন বিযুক্ত যুব সমাজের ওপর নজর না দিলে ২০৩০ সাল নাগাদ যুবকেন্দ্রিক এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না। এ জন্য সব অঞ্চলের যুবকদের একটি নেটওয়ার্কে একত্রিত করতে হবে। পাশাপাশি জাতীয় যুব নীতির সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে। যারা মূলধারা থেকে বিযুক্ত তাদেরকে এক কাতারে আনতে হবে ও সুযোগ দিতে হবে।

যোশীয় চাংমা চিবল বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে যেসব লক্ষ্য রয়েছে তার মধ্যে সরাসরি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয় রয়েছে। এসডিজি'র ৪ নম্বর লক্ষ্যের মধ্যে গুনগতমানের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে আর এসডিজি'র ৮ নম্বর লক্ষ্য কর্মসংস্থান নিয়ে। একটি জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও ক্ষমতায়ণ করতে হলে তাদের জন্য শোভন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষিত প্রতিবন্ধী যুবদের কর্মসংস্থানের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। নির্দিষ্ট সংখ্যায় প্রতিবন্ধী কর্মী নিয়োগ করলে করে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দক্ষতার অভাবে সেগুলোর সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে।

সবশেষে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, তরুণদের যুক্ত হবার বিষয়টিকে বদান্যতার দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে হবে। তরুণদের জন্য যেসব নীতি আছে সেগুলো উচ্চাভিলাষী। নীতিগুলোকে আরও স্থানিকভাবে তৃণমূল পর্যায়ে নামিয়ে এনে কার্যকর করার চেষ্টা করতে হবে। গড়ভাবে না দেখে গোষ্ঠীবান্ধবভাবে দেখতে হবে। এখানে নেতৃত্ব, সামগ্রিক পরিবেশ এবং সচেতনতা বাড়ানোর বিষয়সমূহও জড়িত। তিনি মনে করেন, একটি প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ কাঠামো সৃষ্টির জন্য এই আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। এই সংলাপের আলোচনা থেকে যেসব ধারণা এসেছে, তার সাথে তথ্য-উপাত্ত যুক্ত করতে হবে। ধারণাকে পরিস্কার করা, তথ্য-উপাত্তের সংগ্রহে কাঠামো প্রস্তুত করতে হবে এবং তার সাথে নীতির সংযোগ ঘটাতে হবে। এই ধারণাকে এগিয়ে নিতে সবাইকে নিয়ে আলোচনা করতে হবে। বাংলাদেশের পঞ্চাশতম স্বাধীনতা বার্ষিকীকে যুব সমাজের জন্য উৎসর্গ করে এ আলোচনার শুরু হলো। তিনি আশা করেন, যুব সমাজ সংযুক্ত থেকে উপযুক্তভাবে আগামী দিনের নেতৃত্ব দেবে এবং তাদের হাতেই বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন হবে।

সুপারিশ

১। তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে "বিযুক্ত যুব সমাজ" প্রত্যয়টিকে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং কারা এই সমাজের অন্তর্ভূক্ত হবেন সে বিষয়ে গবেষণা করতে হবে।
২। জাতীয় যুব নীতির সংশোধন ও সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে।
৩। যুব নীতিগুলোকে স্থানিকভাবে তৃণমূল পর্যায়ে নামিয়ে এনে কার্যকর করার চেষ্টা করতে হবে। গড়ভাবে না দেখে গোষ্ঠীবান্ধবভাবে দেখতে হবে
৪। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সামাজিক ও অর্থনীতির চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে মানসম্মত কর্মসংস্থান তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষিত প্রতিবন্ধী যুবদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।
৫। যুব সমাজের দক্ষতার ঘাটতি কোথায় তা চিহ্নিত করতে হবে এবং অঞ্চলভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নে জোর দিতে হবে
৬। শিক্ষার্থীদের কারিকুলামে যুগোপযোগী পরিবর্তন আনতে হবে।
৭। তরুণদের নতুন উদ্যোগে উৎসাহিত করতে তাদের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য এবং উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা থাকতে হবে।
৮। স্বল্প সুদে অর্থায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তরুণদের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে আনতে সরকার, বেসরকারি খাত, গবেষণা সংস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
৯। একটি কার্যকরী যুব নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে।

ফেসবুক পেজ এবং কথোপকথন বক্সে মন্তব্য

যারা সংযুক্ত ছিলেন তাদের অনেকেই নাগরিক প্ল্যাটফর্মের ফেসবুক পেজ এবং জুম মাধ্যমের কথোপকথন বক্সে মন্তব্য করেন। এখানে তরুণদের নানা ধরণের সমস্যার কথা উঠে আসে। ফ্রেডরিখ এভার্ট স্টিফটাং (এফইএস), বাংলাদেশ থেকে সাধন কুমার দাস বলেন- সরকার, নাগরিক সমাজ এবং শিক্ষাবিদ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ট্রান্সজেন্ডারের সংজ্ঞা নিয়ে জটিলতা রয়েছে। তাদের জন্য সমাজে যথাযথ সচেতনতা তৈরিতে অনেক কিছু করতে হবে।

সায়মা জেবিন শ্রেয়ান নামে একজন অংশগ্রহণকারী বলেন, বাংলাদেশে যুব সমাজের বিযুক্ত থাকার অন্যতম কারণ হলো, প্রবীণরা অনেক রক্ষণশীল এবং নতুনদেরকে তারা কোনো উৎসাহ দেন না। তারা পুরোনো মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরে বসে থাকেন। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা উগ্রভাবে পিতৃতান্ত্রিক। এছাড়া যুব সমাজের একটি বড় অংশকে রাজনৈতিক পণ্য হিসেবে সরকারের ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়। উন্নত বিশ্বে এমনটা দেখা যায় না।

টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশন থেকে জনাব ফরহাদ বলেন, বেকার তরুণ, শ্রমিক তরুণ, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করা তরুণ, মাদ্রাসা শিক্ষার্থী তরুণ, চা বাগানের তরুণ, দলিত তরুণ, আদিবাসী তরুণ, এবং প্রতিবন্ধী তরুণদের যতদিন অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না, ততদিন প্রত্যাশিত সাফল্য আসবে না।

চ্যানেল টুয়েন্টিফোর-এর প্রতিনিধি জনাব ইমাদ বলেন, প্রতিবন্ধীদের কর্মী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলে কর ছাড় দেয়া হচ্ছে। সরকারের দেয়া এই সুযোগ নিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হয়। তবে নিয়োগ ও বেতনে বৈষম্য বেশ লক্ষ্যণীয়।

শরীফুল নামে একজন অংশগ্রহণকারী বলেন, আদিবাসী যুবদের উন্নয়নে আরও বেশি সময়োপযোগী উদ্যাগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। রাজশাহী থেকে নজরুল ইসলাম বলেন, রাজশাহীর গোদাগাড়ী আদিবাসী যুব সমাজ যেমন লেখাপড়ায় পিছিয়ে আছে তেমনি বাল্যবিবাহের কবলেও পড়ছে। তারা সবসময় নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখে। খুলনা থেকে জুলি বাড়ই বলেন, খুলনাসহ সারা বাংলাদেশে দলিত যুবদের অবস্থা প্রায় একই। নেতৃত্বের জায়গায় তাদের অবস্থান প্রায় শূন্য। শরীয়তপুর অ্যাডোলোসেন্স ক্লাবের সুমাইয়া বলেন, পিছিয়ে পড়া যুব সমাজকে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্যোগী হতে সাহায্য করা উচিত।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

শুভেচ্ছা বক্তব্য

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
আহ্বায়ক
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

প্রারম্ভিক বক্তব্য

সুদীপ্ত মুখার্জি
আবাসিক প্রতিনিধি
ইউএনডিপি বাংলাদেশ

সঞ্চালক

তৌফিকুল ইসলাম খান
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

আলোচকবৃন্দ

মাহা মির্জা
উন্নয়ন অর্থনীতি বিষয়ক গবেষক

তাসনুভা আনান শিশির
ট্রান্সজেন্ডার অধিকার কর্মী, এবং
সংবাদ পাঠিকা
বৈশাখী টেলিভিশন

যোশীয় সাংমা চিবল
প্রতিবন্ধী অধিকার কর্মী
ফিজিক্যালি-চ্যালেঞ্জড ডেভেলাপমেন্ট
ফাউন্ডেশন (পিডিএফ)

শামীম আহমেদ
নির্বাহী পরিচালক
ইয়ুথ এনগেজমেন্ট ফর
সাস্টেনিবিলিটি (ইয়েস), বাংলাদেশ

মোহন রবি দাস
চা শ্রমিক অধিকার কর্মী

জিমি আমির
প্রজেক্ট ম্যানেজার
ইএসডিজি৪বিডি
বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক
(বিডিওএসএন)

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন: জাকির হোসেন এবং অন্বেষা জাফরিন
সিরিজ সম্পাদনায়: অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক: অভ্র ভট্টাচার্য

সহ-আয়োজক

UNDP

সহযোগী প্রতিষ্ঠান

actionaid | Centre for Policy Dialogue | educo | Friedrich Ebert Stiftung | Manusher Jonno Foundation | Transparency International Bangladesh | WaterAid | World Vision

www.bdplatform4sdgs.net | BDPlatform4SDGs | BDPlatform4SDGs

অক্টোবর ২০২১

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০ । ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net । ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net